দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

কোচিং সেন্টার বনাম ছাত্র-ছাত্রী

গত ১৮-৮-৯৩-এর 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় 'সম্পাদক সমীপে' কলামে প্রকাশিত জনাব মোঃ বাদল সাহেবের লিখা 'ঢাকা শহরে ২ লক্ষ কোচিং সেন্টার' প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমার লেখক ভাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গতই বলা দরকার যে, শহর, উপ-শহর ও গঞ্জ পর্যন্ত এ 'কোচিং সেন্টার' সিস্টেম চালু হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যা হয়তোবা আপাতদৃষ্টিতে তারা অনুধাবন করতে পারছে না। অভিভাবকগণ তাদের ছেলে-মেয়েরা যদি ভাল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নত শিক্ষা লাভ করতে পারে এতে কষ্ট হলেও তারা আর্থিক ক্ষতিটুকু মেনে নেন। কিন্তু প্রশ্ন থাকে প্রকৃতপক্ষে এ উচ্চাকাঙ্ক্ষিত অভিভাবকগণের ছেলে-মেয়েরা কতটুকুই উন্নত শিক্ষা লাভ করছে? মোঃ বাদল সাহেবের লেখা প্রসংগটিতে যা ব্যক্ত হয়েছে এর পরও আরও কিছু আমার লেখার দরকার আছে বলে মনে করি না। তবুও উক্ত লেখক ভাইয়ের সাথে একমত হয়ে আমি বলতে চাই যে, কোচিং সেন্টারগুলো প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে পড়ায় এর প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এর খপ্পরে পড়ে পরীক্ষা পাসের নিশ্চয়তায় কেবল 'কোচিং' হতে প্রাপ্ত সাজেশনের উপর নির্ভরশীল হয়ে সীমিত জ্ঞান লাভ করছে। যা ভবিষ্যতের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। প্রসংগত আরও বলতে হয়, 'যতই পড়িবে ততই শিখিবে' উক্তিটি যেন আজ অর্থহীন হয়ে গেছে। যার প্রধান কারণ হলো— সংক্ষিপ্ত সাজেশনে পরীক্ষায় ভাল ফল করার প্রবণতা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রাইভেট শিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের শিক্ষক সকলেই যেন এ পদ্ধতির প্রবর্তক। যা বর্তমান ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট এক সংক্রামক ব্যাধির রূপ নিয়েছে।

ব্যাঙের ছাতার মত 'কোচিং সেন্টার' চালু হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আজ কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতা করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের পথে ঝুঁকে গেছেন। নিজ বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক হয়েও সেখানে কোন রকমে দায়িত্ব পালন করে প্রাইভেট পড়ানো এবং 'কোচিং সেন্টার'-এর দিকে পা ফেলছেন। 'কোচিং সেন্টার'-এর পরিচালকমণ্ডলী 'ভাল এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এবং আশ্চর্যজনক ফল লাভের জন্যে ভর্তি হন' বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করে থাকেন। চাকচিক্য বিজ্ঞাপনে ছাত্র-ছাত্রী আকৃষ্ট হয়ে এ সমস্ত সেন্টারের শরণাপন্ন হচ্ছে। বিষয়টি সত্য যে, সংক্ষিপ্ত সাজেশন ও পাঠ পেয়ে অনেকেই হয়তো ভাল ফল করছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে এ ধরনের ছাত্রদের সম্যক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে— এটাও স্বীকার্য। পাশাপাশি, এ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর যথেষ্ট সময় নষ্ট হচ্ছে, কোচিং সেন্টারে পড়ার ছলে কেউ কেউ অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তাই, কোচিং সেন্টারে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী এবং গমনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট আমার অনুরোধ, তারা যেন কোচিং সেন্টারের প্রতি আকৃষ্ট ও নির্ভরশীল না হয়ে পাঠ্যপুস্তকে এবং উচ্চতর বই পাঠে বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠে। এতে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করবে, আত্মনির্ভরশীল হওয়া যাবে এবং অপকর্ম হতে দূরে থাকা যাবে। তবেই আদর্শ শিক্ষিত লোক হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করা যাবে।

পাশাপাশি ব্যবসায় উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোচিং সেন্টারের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাদের নিকট রইল আমার আকুল নিবেদন, তারা যেন তাদের অর্থকে এ পথে ব্যয় না করে প্রকৃত পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় পুঁজি হিসাবে খাটান। আর যারা এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন তারা যেন তাদের মেধাকে সঠিকভাবে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে এবং ছেলে-মেয়েদের উপর পরয়োগ করেন। এতে আদর্শ ও বিজ্ঞ ছাত্র-ছাত্রী ও ছেলে-মেয়ে গড়ে ওঠবে।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন 'কোচিং সেন্টার'গুলো বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রয়োগ করতে অথবা 'কোচিং সেন্টার'-এর উপর বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ট্রেড লাইসেন্স করার বিধি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকদের উক্ত খাতে আয়ের উপর 'কর বিধি' চালু করতে সরকারীভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান অতীব জরুরী।

-সৈয়দ মোঃ. জাবীহ্ উল্লাহ (শাহী)
হযরত নগর, কিশোরগঞ্জ।